দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষা ও কিন্ডারগার্টেন

রোকেয়া আলম

শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গেলেই—'শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড' বাক্যটির ব্যবহার সহজ হয়ে গেছে। শিক্ষা ও মেরুদন্ড শব্দ দু'টির প্রকৃত অর্থ আমাদের হৃদয়ে পৌছায় না। দেশের বর্তমান শিক্ষার অবস্থা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রমাণ করে যে আমরা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্জন করি কিন্তু হৃদয়ে ধারণ করি না। তাই শিক্ষা কার্যত জাতির মেরুদন্ড না হয়ে আন্তবাক্য হিসেবে কথাটি বক্তৃতার বাঁধুনীকে বলিষ্ঠ করে। আগে শিক্ষক, জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখতেন। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা—সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতেন। এখন সকল শিক্ষিত ব্যক্তি কথা বলার আর্ট আয়ত্ত করে বক্তা হয়ে গেছি। কর্মী কেউ নেই। দেখেশুনে মনে হচ্ছে জ্ঞানপাপীতে দেশ ছেয়ে গেছে। তার চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল ছিল।

তাই বলে শিক্ষার প্রয়োজনকে আমি অস্বীকার করছি না। শিক্ষার সাথে সাথে মূল্যবোধের উজ্জীবন না ঘটালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জাতির কল্যাণে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। তাই বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দুরবস্থা সম্পর্কে আলোচনা আমার উদ্দেশ্য।

রাজধানী শহর, বড় শহর ও মফস্বলের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার মান বিভিন্ন রকম। রাজধানীর সাথে মফস্বলের বিশেষ করে সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষার মানের বিস্তর ব্যবধান। গ্রাম থেকে একটি ৭/৮ বছরের ছেলে আমার বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল মানবিক কারণে আমি ছেলেটিকে ঘরে পড়াতে চাইলাম। সে আমাদের বাড়ির (নতুন জেলা) প্রাইমারী স্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। কিন্তু পড়াতে গিয়ে দেখলাম ছেলেটি বিকৃত উচ্চারণে ক, খ মুখস্ত বলতে পারে কিন্তু অক্ষর চেনে না। ছেলেটি প্রথম শ্রেণী পার হল কি করে? এ যদি হয় জেলা শহরের শিক্ষার মান তবে গ্রামগুলোর অবস্থা কি? আবার এদিকে স্বাধীনতার পর থেকে রাজধানীতে ও বড় শহরগুলোতে যে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রচলন হয়েছে তার দুরবস্থা দেখেও আমরা শঙ্কিত কিন্তু নিরসনের চেষ্টায় কেউ এগিয়ে আসছি না। এর ঢেউ জেলা শহরগুলোতেও পৌছেছে। এইসব স্কুল শিক্ষাকে কিছুটা ধরে রাখছে সত্য, তবে শিশুর জীবনকে নিরানন্দ করে তুলেছে। পাঠ্য বিষয়ের আধিক্য মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ও স্বকীয়তা প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। একটি চার বছরের শিশুকে (কখনও তিন বছর) যে ভাষার সাথে তার কোন পরিচয় নেই তা পড়াতে ও লেখাতে শুরু করি। বাংলা অক্ষরই যাদের কাছে দুর্বোধ্য তাদের ওপর অপরিচিত উচ্চারিত অক্ষর চাপিয়ে দেই এবং অভিভাবক ও শিক্ষক তার ওপরই অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করি। শিশুটি ঠিকই অক্ষরগুলো শিখে যায়, তবে বিজ্ঞজন মাত্রেই জানেন শিশুরা যত সহজে শেখে তত সহজেই ভোলে। যে Saturday বানান ৪/৫ বছর বয়সে শেখানো হয় তা ৭/৮ বছর বয়সে আবার শেখাতে হয়।

বাংলা মাধ্যম কিন্ডারগার্টেনগুলোর চাইতে ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডারগার্টেনগুলোর অবস্থা অনেকটা ভাল। ওখানে শিশুরা ইংরেজি ভাষার সাথে পরিচিত হয় শিক্ষকদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে এবং তারা উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসে যেখানে বাড়িতে কিছুটা ইংরেজি চর্চা হয়। বাংলা মাধ্যম কিন্ডারগার্টেনের অনেক শিক্ষকের বিষয় আধিক্যের মন্দ ফল সম্পর্কে সচেতনতা থাকলেও কিছু করতে পারছেন না অভিভাবকদের চাপে। এসকল প্রতিষ্ঠানের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এখানকার আয় থেকেই শিক্ষকদের বেতন, বাড়িভাড়া ও স্কুল পরিচালনার আনুষঙ্গিক খরচ বহন করতে হয়। তাই তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে। ভর্তির সময় অভিভাবক পাঠ্য তালিকায় ইংরেজি বইয়ের সংখ্যাকে প্রাধান্য দেন, পড়া চলাকালীন শিশুদের ধারণক্ষমতা নিয়ে অভিযোগ করেন শিক্ষককের কাছে আবার বছরশেষে স্কুল মূল্যায়ন করেন কতটুকু ইংরেজি শিখেছে তার ওপর। শেষ মূল্যায়নটাই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। স্বাভাবিকভাবেই সচেতন মালিক বা শিক্ষকের স্কুল টিকিয়ে রাখাটাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত শিক্ষা দান হয় গৌণ। যাদের জন্য ও যে উদ্দেশ্যে এত আয়োজন তাদের আর্তনাদ দু'টি ভাষার পাঠ্য বইয়ের চাপে ঢাকা পড়ে যায়। পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুটির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে কতগুলো পঙ্গু মানসিকতার নাগরিক জন্ম নিতে থাকে। শেখা নীতিকথা মূল্যবোধের জাগরণ না ঘটিয়ে ঘরে তুলে রাখা দামী বস্তুতে পরিণত হয়। অন্যদিকে শ্রেণীকক্ষে এবং গৃহে পড়ার চাপে অভিভাবক ও শিক্ষকদের অবস্থাও হয় শোচনীয়।

অন্য একটি মহল যারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণই মূল শিক্ষা বলে ধরে নেন তাদের সাথে আমি একমত নই। শিক্ষার উদ্দেশ্য সুশিক্ষিত নাগরিক সৃষ্টি যারা দেশের সমস্যা সম্পর্কে কেবল সচেতন নয় সমাধানে সক্রিয় অংশ গ্রহণে নিবেদিত। অবশ্য প্রযুক্তি বিদ্যা ও সাহিত্যে অগ্রগামী পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও উচ্চশিক্ষা (বাংলা বই না থাকায়) লাভের জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষা অপরিহার্য। আমার মত-বিরোধ ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় নয়, এ ভাষা শিক্ষা শুরুর বয়সসীমা নিয়ে। আমার আব্বা ভাল ইংরেজি জানতেন। সে যুগে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হতো পঞ্চম শ্রেণী থেকে। আব্বার কাছে শুনেছি অষ্টম শ্রেণীতে তাদের ইংরেজি শিক্ষক দৈনিক খবরের কাগজ থেকে অনুবাদ করতে দিতেন।

শিশু শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেও মাষ্টার্স ডিগ্রীর পক্ষেও এখন তা সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ বহু। তবে মূল কারণ আমার মতে ইংরেজি শিক্ষকের জ্ঞান। বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বেতনের নিম্নমানের কারণে মেধাবী ব্যক্তি উচ্চ মান বেতন দাতা কোম্পানি ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চলে যান। যেখানে মেধার চেয়ে বুদ্ধিমান ও চটপটে

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কিন্ডারগার্টেন

(৫-এর পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তি হলেই চলে। এ ধারা পরিবর্তন সম্ভব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে। স্বচ্ছল ও উন্নত জীবনযাপন করার অধিকার সবার আছে।

অবশ্য অনেকে বলবেন পরীক্ষা পাশের মান এখন উন্নত এবং সত্যিকার বোদ্ধা শিক্ষার্থীও এখন প্রচুর যারা আমাদের বিস্ময় জাগায়। এটা যুগের দান। যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পিপাসা আছে বিজ্ঞান তার পিপাসা নিবারণের সুযোগ সহজ করে দিয়েছে যা আগে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বড় পরীক্ষাগুলোতে পাশের মান কারো কারো কাছে অপ্রিয় হলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এর মূলে আছেন গৃহ শিক্ষক ও অতি আধুনিককালে দলগত শিক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থা। এখানে এমন কোন শিক্ষাদান করা হয় না যা সমাজের কল্যাণে আসে। শুধু কিভাবে প্রশ্নোত্তরের মান উন্নয়ন করা যায় সে শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষকের লিখিত সেট উত্তর দ্বারা, শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তৈরি উত্তর দিয়ে নয়। স্বাভাবিকভাবেই উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ শিক্ষকের তৈরি উচ্চমানের উত্তর প্রাপ্ত নম্বরের মান বৃদ্ধি করে। প্রকৃত জ্ঞান নয় উন্নত প্রশ্নোত্তর অভিভাবকগণ জীবনপণ করে সন্তানের জন্য বহুমূল্যে কিনে নিয়ে আসেন। বিত্তবান অভিভাবক ও অভিজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক রাজধানী ও বড় শহরগুলোতে বাস করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আগে মেধা তালিকায় মফস্বলের পরীক্ষার্থীরাও স্থান পেত। আজকাল পায় না উপরোক্ত কারণে। এ ব্যবস্থায় মেধাবী পরীক্ষার্থী ছাড়া মধ্যমানের অধ্যাবসায়ী পরীক্ষার্থীরা প্রকৃত জ্ঞান লাভের পরিবর্তে মস্তিষ্কে ছাপমারা মুখস্থ বিদ্যা দ্বারা উন্নত মানের ফল লাভ করে ঠিকই কিন্তু না বোঝা জ্ঞান জীবিকার কোন কাজে লাগে না।

পরিশেষে ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে আমার একটি প্রস্তাবে হয়তো অনেকেই একমত হবেন না। শিক্ষাবিদদের মতামতই আমার চিন্তার পথ নির্দেশক। শিক্ষাবিদদের মতে (অন্নদাশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী) প্রথমে একটি ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে ভাষার ওপর দখল আনয়ন করে দ্বিতীয় ভাষাশিক্ষা শুরু করলে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদান সফল হয় এবং মস্তিষ্ক পরিপক্ব না হলে অন্য ভাষা শিক্ষা শিশুর ধারণ ক্ষমতার অভাবের কারণে শ্রম ও সময়ের অপচয় হয় মাত্র। স্মৃতিতে বেশি দিন থাকে না। বড়দের তুলনায় শিশুরা কথোপকথনের মাধ্যমে অতি সহজে অন্য ভাষা শিখে ফেলে। বাংলা মাধ্যমে শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সুযোগটি গ্রহণ করতে পারেন। শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রথমে যদি শুধু ইংরেজি কথোপকথন শিক্ষার জন্য ভাল ইংরেজি জানা শিক্ষক নিয়োগ করেন, পরবর্তীতে পঠন শিক্ষার কাজটি সহজ হবে। ইংরেজি শিক্ষক একবারও শ্রেণীকক্ষে বাংলা ভাষা ব্যবহার করবেন না। তাতে অভিভাকগণও সন্তুষ্ট থাকবেন। দু'তিন বছর ধরে এই কথোপকথন শিক্ষা দিলে শিশু সে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। ইতোমধ্যে মস্তিষ্কের পরিপক্বতা বৃদ্ধির ফলে যা শিখবে সহজে ভুলবে না এবং বাংলা ভাষা লেখা ও পড়ায় কিছুটা দখল এসে যাবে। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত একটি ভাষা (মাতৃভাষা) শিক্ষা ও সামাজিক জ্ঞান দান করা হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি লেখা ও পড়া শুরু হবে ভাল ইংরেজি জানা শিক্ষক দ্বারা। মস্তিষ্কের পরিপক্বতার কারণে শিশুটি শিশুকালের তিন বছরের জ্ঞান এক বছরে সমাপ্ত করতে পারবে। এ ব্যবস্থায় বাংলা ও ইংরেজি দুটো ভাষা শিক্ষাই সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব। শিশুকালে লেখাপড়ায় অহেতুক চাপ না থাকায় শিক্ষা গ্রহণ আনন্দদায়ক হবে এবং স্বাধীনভাবে শিশুটি বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।। শিক্ষার সাথে মুক্তবুদ্ধির সুযোগ না থাকলে মূল্যবোধ জাগ্রত হয় না।